জোয়ার ভাটা

চরিত্র

নেলী	... ...	লীনা মুখার্জ্জি (চানি দত্তের সৌজন্যে)
সত্যবন্ধু	... ...	বিনয় মুখার্জ্জি
আকুলি	... ...	নির্ম্মল ব্যানার্জ্জি
পাকড়াশী	... ...	নবদ্বীপ হালদার
ইন্সপেক্টর	... .	জিতেন গোস্বামী
দুর্ব্বল সিং	... ...	সরোজ বাগচী
মহাবীর সিং	... .	বিজয় মজুমদার
মিঃ রায়	... ...	প্রাণনাথ মুখার্জ্জি (এঃ)
কার্ত্তিক	... ...	কালিদাস দাশ
বয়	....	বাচ্চা

গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	...	**ধীরাজ ভট্টাচার্য্য**
সহকারিগণ	... ...	আশাপূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন দত্ত
সঙ্গীত-পরিচালক	... ...	**বিনোদ গাঙ্গুলী**
চিত্রশিল্পী	... ...	বিভূতি দাস ভি, ভি, দাতে
শব্দযন্ত্রী	... ...	এ, গফুর
ব্যবস্থাপক	... ...	জীবন দাস কুমারেশ চৌধুরী

জোয়ার-ভাঁটা

গল্পাংশ

কথায় বলে—'যা'র সাথে যা'র মজে মন'।

বেণুকর পাক্‌ড়াশির চেহারার মধ্যে এমন কিছুই নেই, যা' দেখে নেলীর মত অতি আধুনিক মেয়ে তা'র প্রেমে পড়তে পারে। খ্যাংরা-কাঠির ওপর নৈনিতাল আলু বসালে যে অপরূপ মূর্ত্তি দাঁড়ায় বেণুকরও অনেকটা তাই। তবু, নেলী পড়্‌ল—তা'বই প্রেমে—কারণ, বেণুকর কবিতা লেখে, গান গায়।

বড়লোকের ছেলে হ'লেও সত্যবন্ধু সে হাটে ছুঁচ্‌ বেচ্‌তে পারে না। তবু, ফেউয়ের মত নেলীর পেছনে ঘুরে বেড়ায়।

বেণুকর পাক্‌ড়াশি যে জোয়ার আনে, তা'র টানে বেচারী সত্যবন্ধু কুটোর মত ভেসে যায়।

নেলীর জন্মদিনে সত্যবন্ধু একটা দামী নেক্‌লেস্ উপহার দেবে, ঠিক ক'রে রাখে। কিন্তু তা' আর হাতে তুলে দেওয়া হয় না। আগের দিন—নেলী বেচারী সত্যবন্ধুর ওপর চ'টে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেয়। কাজেই সশরীরে আর যাওয়া চ'লে না—অগত্যা সত্যবন্ধু চুপি চুপি নেলীদের বাড়ী গিয়ে লেটার-বক্সে নেক্‌লেস্‌টা খামে মুড়ে ফেলে দিয়ে আসে।

রাত্রে বন্ধুবর আকুলির সঙ্গে কথা কয়ে বুঝ্‌তে পারে, কাজটা অন্যায় হ'য়েছে—গয়নার চেয়ে একটা সাদা কার্ডে শুভেচ্ছা জানানোই যুক্তি-সঙ্গত। Ideaটা সত্যবন্ধুর ভালই লাগে—আর এ সব ব্যাপারে আকুলির অভিজ্ঞতাও তা'র চেয়ে বেশী—কারণ, জীবনে আকুলিবাবু প্রেমে পড়েছেন একুনে ২১ বার।

সত্যবন্ধু ছোটে—নেলীদের বাড়ী। ভয়ে ভয়ে লেটার-বক্স থেকে খামখানা ফেরৎ নিয়ে পাঁচিল টপ্‌কে রাস্তায় পড়ামাত্র পাহারাওলা জানায় সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। বেচারী সত্যবন্ধুকে যেতে হ'ল থানায়—দারোগা সাহেব বামাল-

সমেত আসামীকে হাতে পেয়ে পদোন্নতির স্বপ্ন দেখেন। খাম খোলা হয়—কিন্তু কোথায় বা সত্যবন্ধুর নেক্‌লেস্, আর কোথায় বা কি! বেরোয়—নেলীর উদ্দেশ্যে বেণুকর পাকড়াশির লেখা একটি কবিতা—আর একটি মফ্‌চেন।

সত্যবন্ধু অবাক্। সত্যবন্ধু চোর সাব্যস্ত হ'য়ে—রাগের চোটে সহযোগী ব'লে বেণুকর আর আকুলিকে ধরিয়ে দেয়। তিনজনেরই এক মাস শ্রীঘর-বাসের ব্যবস্থা।

জেল থেকে বেরিয়ে সহরের পায়ে গড়্ ক'রে আকুলি গেল দেশে—সত্যবন্ধু উধাও—আর বেচারী বেণুকর গেল নেলীদের বাড়ী।

জোয়ার তখন কেটে গেছে—ভাঁটার টান্।

বদ্ধ ঘরের ওপারে তখন————?

দরজার চাবির ফোকর দিয়ে দেখে আর বেয়ারার বিপুল দাড়ির ফাঁক্ দিয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে—দন্ত-বিকশিত ক'রে বেয়ারা বেণুকরকে বলে—

"আভি মুলাকাৎ নেহি হোগা!"

কিন্তু কেন?——

—শেষ—

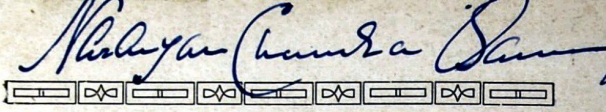

গান

জোয়ার ভাঁটা

তোমার মাধুরী আহা কিবা মরি ;
ধরাতলে নাহি তুলনা
নয়নেতে জ্বালা চাহনি চপলা
কোথা হ'তে পেলে বল না ?
তোমার বাতাসে তটিনী শুকাবে
চাঁদ তোমা হেরি' আঁধারে লুকাবে,
তুমি আছ বলে তৃষ্ণাতৃণদলে
ফুলপরী কভু এলনা।